জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – আগস্ট/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* গর্ভকালীন ও সন্তান জন্মদানকালীন অহেতুক মৃত্যু প্রতিরোধে জাতিসংঘ সম্মেলন
* দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ প্রদানে জাতিসংঘের তহবিল বৃদ্ধি
* দক্ষিণ এশিয়া : বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ প্রয়োজন–জাতিসংঘ সংস্থা
* শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলীয় সংঘাতপূর্ণ এলাকায় জাতিসংঘ কর্মকর্তার সফর
* বিচ্ছিন্ন সংঘাত অব্যাহত থাকায় অপরাধমূলক কর্মকান্ড দমনের জন্য জাতিসংঘ দুতের হুঁশিয়ারি

গর্ভকালীন ও সন্তান জন্মদানকালীন অহেতুক মৃত্যু প্রতিরোধে জাতিসংঘ সম্মেলন

১৪ আগস্ট–সারা বিশ্বের কোথাও না কোথাও প্রতি মিনিটে একজন নারী গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মদানকালে মারা যাচ্ছে। তাই সারা বিশ্বে লক্ষাধিক মায়ের মৃত্যু প্রতিরোধে এই অক্টোবরে জাতিসংঘ এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছে।

২,০০০–এরও বেশি অংশগ্রহণকারী 'নারী প্রসব' শীর্ষক এ সম্মেলনে যোগদান করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন উচ্চ পদস্ত সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীসহ ৭৫টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন এবং অন্যান্য সংস্থার প্রধান, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মীরা। ১৮–২০ অক্টোবর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (এইএনএফপিএ) নির্বাহী পরিচালক থরায়া আহমেদ ওবায়েদ বলেন, এ সম্মেলন এমন এক বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যা প্রায়শই: চোখ এড়িয়ে যায়। এবং এটি সংশি–ষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করবে।

জাতিসংঘের ২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দরিদ্র দেশগুলোর নারীরাই বেশি হারে এ ধরনের মৃত্যুর শিকার হয়। আফগানিস্তানে সন্তান জন্মদানকালে প্রতি ছয়জন নারীর মধ্যে একজন নারী গর্ভকালীন জটিলতার কারণে মারা যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ২,৫০০ জনে একজন এবং সুইডেনে ২৯,৮০০ জনে একজন নারী এ সংক্রান্ত কারণে মারা যায়।

এ বছর আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এনডিজি) অর্জনের মধ্যপথে রয়েছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সমস্যা ২০১৫ সালের মধ্যে নিরসনের জন্য আটটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হল মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্য।

এ সম্মেলনের আয়োজকদের মধ্যে রয়েছে ইউএনএফপি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাবি–উএইচও), বিশ্ব ব্যাংক, বেশ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ডজন খানেক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)।

দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ প্রদানে জাতিসংঘের তহবিল বৃদ্ধি

১০ আগস্ট– সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত দপ্তর সরকারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান বৃদ্ধি করেছে। সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় এতদাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে তারা সাহায্য করতে চাচ্ছে।

জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস আজ ঘোষণা করেন সরকারকে সাহায্য ও দেশের ভেতর জাতিসংঘ ও অন্যান্য সহযোগী বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব সংস্থা ২ কোটি মার্কিন ডলার পর্যন্ত সাহায্য প্রদান করবে।

বিশেষত ভারী মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে এ বছর যে বন্যা হয় তাতে ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কমপক্ষে ২,২০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। সরকারি হিসাব মতে ৪০ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল এতে নষ্ট হয়ে যায়।

জাতিসংঘ মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সমন্বয়কের দপ্তর (ওসিএইএ) জানায় সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, অস্থায়ী আশ্রয়, ঔষধপত্র এবং মশারি।

জাতিসংঘ ইতোমধ্যে পাকিস্তানকে তার কেন্দ্রীয়-জরুরি সহায়তা তহবিল (সিইআরএফ) থেকে ৪৪ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে, গত মাসে ইয়ামিন ঘূর্ণিঝড় ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যা মোকাবেলার জন্য দেশটিকে এ সহায়তা দেওয়া হয়।

এই বন্যায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জুনের শেষ ও শুরুতে বিশেষত বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশে এ বন্যা সবচেয়ে কঠিন আঘাত হানে। প্রায় ৩০০-এর বেশি লোক মৃত্যুবরণ করে এবং আরো ২৪০ জনের মত নিখোঁজ হয়ে যায়। কমপক্ষে ৭ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়িতে ফিরতে পারছে না এবং তারা রাস্তার পাশে নির্মিত অস্থায়ী শিবির এবং স্কুল বা অন্যান্য সরকারি ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

জনাব হোমস বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ পরিবারের জন্য তাদের জীবিকা পুনরায় ফিরে পাওয়াটা বেশ দুঃসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে। অনিশ্চয়তায় পুর্ণ ছয়টি সপ্তাহকেও মনে হতে পারে অনন্ত সময়।
আমি আশা করছি দাতারা খুব দ্রুত ও উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। জনাব হোমস মানবিক বিষয় সংক্রান্ত অধস্তন মহাসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

দক্ষিণ এশিয়াই একমাত্র অঞ্চল নয় যেখানে জাতিসংঘ তার কেন্দ্রীয় জরুরি সহায়তা তহবিল (সিইআরএফ) থেকে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য প্রদান করছে। কলোম্বিয়ায় বন্যা ও ভূমিধ্বস মোকাবেলায় মোজানা অঞ্চল ও করডোবা বিভাগে সরকারের ত্রাণ প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে জাতিসংঘ প্রায় ২২ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রদান করবে। সুদানে বিশেষত এর দক্ষিণাঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রায় ২৭ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে।

দক্ষিণ এশিয়া : বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ প্রয়োজন-জাতিসংঘ সংস্থা

৯ আগস্ট-জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডাবি-উএফপি) আজ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে দক্ষিণএশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লাখ মানুষের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে।

এ বছর বর্ষায় চরমাভাপন্ন আবহাওয়ার দরুন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এতদাঞ্চলের মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরো ২০ লক্ষ মানুষ ভয়াবহ বন্যার শিকার হয় যখন জুনের শেষ দিকে ইয়ামিন নামক ঘুর্ণিঝড় পাকিস্তানে আঘাত হানে।

ডাবি-উএফপি-এর নির্বাহী পরিচালক জোসেট শেরান বলেন, বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবার তাদের ফসল, গবাদি পশু ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনদের হারিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়বে।

ডাবি-উএফপি জোর দিয়ে বলেছে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সরকারের কাছ থেকে অনুরোধ পেলে তারা জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। নেপাল, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এ সংস্থা তাদের বর্তমান খাদ্য মজুত থেকে জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে।

সংস্থাটি জানায়, খাদ্য ও এ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানে ডাবি-উএফপি প্রস্তুত রয়েছে এবং আমরা প্রাথমিক পুনর্বাসন কর্মসুচিতে তহবিল প্রদানের জন্য দাতাদের সামনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি যা যে কোন সংকটের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

জাতিসংঘ সংস্থাগুলো জাতীয় সরকারের সাথে এ সংকট মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। এ বন্যাকে স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একজন উচ্চ পদস্ত জাতিসংঘ ত্রাণ কর্মকর্তা বলেন, এই দুর্যোগ কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই হচ্ছে না। সুদান, পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এ বছর অত্যন্ত ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এ বন্যার ফলে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকা নষ্ট হচ্ছে।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের উপ জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক মার্গারেটা ওয়ালস্টর্ম সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এশিয়ায় কৃষির জন্য মানুষ বর্ষাকালের ওপর নির্ভর করে। তাদের বর্ষার পানির প্রয়োজন হয়। তবে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তখনই তা হয় বিপর্যয় ও ক্ষতির কারণ।

তিনি আরো বলেন, প্রতিবছর প্রায় ৫০ কোটি মানুষ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রতিবছর সারাবিশ্বে যেসব দুর্যোগ দেখা দেয় তার ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ বন্যা ও আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ। এ বছর এ পর্যন্ত ৭০টির মত বন্যা সংগঠিত হয়েছে।

মিজ ওয়ালস্টর্ম বলেন, এসব ঘটনার প্রভাব হ্রাসে আমরা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে পারব কিনা তাই এখন দেশ, সংস্থা ও ব্যক্তির সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। কেননা আগামী ২০ বছরে আমরা আরো বেশি ভয়াবহ আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগের সম্মুখীন হব।

শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলীয় সংঘাতপূর্ণ এলাকায় জাতিসংঘ কর্মকর্তার সফর

৮ আগস্ট-জাতিসংঘের প্রধান মানবিক বিষয় সংক্রান্ত কর্মকর্তা আজ শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চল সফর করে সেখানকার হাজার হাজার অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কয়েকজনের সাথে কথা বলেন এবং সেখানকার ত্রাণ কার্যক্রম উন্নত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন।

জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস বাটিকালোয়া শহরের নিকটবর্তী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের একটি শিবির পরিদর্শন করেন। সরকারি বাহিনী ও তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সম্প্রতি যেখানে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে তার খুব কাছাকাছি স্থানে এটি অবস্থিত।

গত বছরের অক্টোবর থেকে মে'র মধ্যে শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের একজন মানবিক বিষয় সংক্রান্ত কর্মকর্তা একথা জানায়। এদের মধ্যে কিছু মানুষ ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরীয় সুনামি আঘাত হানার ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

জনাব হোমস বলেন, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে আবারও তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হল। জনাব হোমস জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত অধস্তন মহাসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাকালে তিনি সমগ্র দেশে ত্রাণ কার্যক্রম উন্নয়নে জাতিসংঘ সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শ্রীলংকায় গত বছর কয়েক দশকের পুরানো সংঘাত পুনরায় শুরু হওয়ায় কমপক্ষে ৩,৫০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

জনাব হোমস মানবিক সহায়তা অভিযানের সকল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার ও পাশাপাশি সরকারি সেবাসমূহ পুনরায় চালু করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

আগামীকাল তিনি শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মহীন্দ্র রাজাপাকশী'র সাথে বৈঠকের মধ্য দিয়ে তার শ্রীলংকা সফর শেষ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

<u>বিচ্ছিন্ন সংঘাত অব্যাহত থাকায় অপরাধমুলক কর্মকান্ড দমনের জন্য জাতিসংঘ দুতের হুঁশিয়ারি</u>

৭ আগস্ট- তিমুর লিস্টে নতুন সরকারের ঘোষণা দেওয়ার পর বিচ্ছিন্ন সংঘাত, ইট পাটকেল ছোড়া ও টায়ার পোড়ানোর ঘটনা ঘটায়, দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার এ ক্ষুদ্র দেশটিতে প্রধান জাতিসংঘ দুত সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যে দলেরই সমর্থক সহিংস কর্মকান্ডে জড়িত হবে তাকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

মহাসচিব বান কি মুনের বিশেষ প্রতিনিধি আতুল খারে প্রাক্তন শাসক দল ফ্রেটিলিন-এর মহাসচিব মারি আলকাতিরির সাথে বৈঠক করেন এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে তার সহায়তা কামনা করেন। তিনি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠকের সময়ও একই আহবান জানান।

জনাব খারে বলেন, জনাব আলকাতিরি আমাকে জানিয়েছেন গত কয়েকদিনে তার সাথে জন প্রতিনিধিরা দেখা করতে এসেছে এবং তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভবনে আগুন ধরানো বা ইট পাটকেল ছোড়া কখনোই গ্রহণযোগ্য না।

২০২০ সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় জাতিসংঘ দেশটিকে সাহায্য করে। গত বছর এপ্রিল ও মে মাসে এ অঞ্চলের পুর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে পার্থক্যের কারণে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং এতে কমপক্ষে ৩৭ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে এবং আরো ১৫৫,০০০ জন যা জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ, ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এরপরই জাতিসংঘ দেশটিতে শান্তিরক্ষা ও পুলিশি কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে।

জাতিসংঘের পুলিশ কর্মকর্তারা (ইউএনপোল) তিমুর লিস্টের জাতীয় পুলিশ বাহিনী ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় বর্তমান সংঘাত মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ সংঘাতমুলত ইট পাটকেল ছোড়া, রাস্তা বন্ধ করা এবং কিছু আগুন ধরানোর ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইউএনপোল জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় রাজধানী দিলি এবং পুর্বাংশের বচু ও ভিকুইক অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তপ্ত আছে এবং সেখান থেকে ৩২টি সহিংসতার ঘটনার কথা জানা গেছে যার অধিকাংশই ইট পাটকেল ছোড়া, টায়ার পোড়ানো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতিসংঘের কমপক্ষে ১৫টি গাড়ী ইট পাটকেল ছোড়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এইএনপোল ও এর সহযোগীরা সহিংস ঘটনা থামাতে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে এবং অন্যান্য হাল্কা ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে। কমপক্ষে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সমুদ্র বন্দরের শুল্ক ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, তবে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

গতকাল জনাব খায়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জানানা গুসমাও-এর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ৩০ জুনের সংসদ নির্বাচনে কেউ সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করতে না পারায় এ নতুন সরকারের ঘোষণা দেওয়া হল।

** ** **